আলোচ্য বিষয় :
ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের চারটি আর্যসত্য

দর্শন অনার্স
SEMESTER -I

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

বৌদ্ধ নীতি তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জরা, মরণ, ব্যাধি ইত্যাদি জনিত-দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ নির্দেশ করা। গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন, তাঁর সাধনায় প্রাপ্ত ‘চারটি আর্যসত্য’-এর জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে পারলে মানুষ দুঃখের হাত থেকে চিরনিষ্কৃতি বা নির্বাণ লাভ করতে পারবে। এই ‘চার আর্য সত্য’ হলো - ১) ‘জগৎ দুঃখময়, ২) দুঃখের কারণ আছে, ৩) দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব এবং ৪) দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আছে।

১) জগৎ দুঃখ-ময়

বুদ্ধদেবের মতে,জগৎ সংসার দুঃখময় । এখানে মানুষ ভবচক্রের আবর্তে বারবার জন্মগ্রহণ করে এবং জরা মরণাদি দুঃখ ভোগ করে । এই জগত সংসারের কোন কিছুর প্রাপ্তি দুঃখের চিরনিষ্কৃতি দিতে পারে না । এই জ্ঞান মানুষের নৈতিক জীবনের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ ।

২) দুঃখের কারণ আছে

গৌতম বুদ্ধের মতে,এই জগতের সবকিছুই অন্য কোনো কিছুর নির্ভর করে উৎপন্ন হয়। দুঃখ এই জগতের বিষয়। দুঃখ অবশ্যই কোন কিছুর উপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয় বা দুঃখের কারণ আছে। দুঃখের কারণ হলো অবিদ্যা। চারটি আর্যসত্য-সম্পর্কে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের জন্য মানুষ কামনা—বাসনা তাড়িত হয়ে কাজ করে এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে থাকে। অবশ্যই এখানে তিনি পরস্পর-সংযুক্ত বারোটি কারণ বা নিদানের কথা উল্লেখ করেছেন, যার প্রথমটি হল অবিদ্যা। এই বারোটি কারণ মিলে যে আবর্তের সৃষ্টি করে তা ভবচক্র নামে পরিচিত।

দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব

গৌতম বুদ্ধের মতে, যা কারণ-জন্য তার অবশ্যই নিবৃত্তি সম্ভব। দুঃখের যা কারণ তাকে নিবৃত্ত করতে পারলে দুঃখ অবশ্যই নিবৃত্ত হবে। দুঃখের এরূপ নিবৃত্তিকে তিনি 'নির্বাণ' বলেছেন। এই নির্বাণ লাভ মানুষের নৈতিক জীবনের পরম আদর্শ। বৌদ্ধ নীতি-তত্ত্বে নির্বাণ বলতে জীবন মুক্তিকে বোঝানো হয়। এই অবস্থায় মুক্তিকামী মানুষ কামনাবাসনা বিহীন ভাজা বীজের মতো হয়ে নিষ্কাম কর্ম করে।

দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আছে

দুঃখ-নিবৃত্তি যখন সম্ভব তখন তা নিবৃত্তি করার পথ বা উপায় অবশ্যই আছে। বৌদ্ধ নীতি-তত্ত্ব অনুযায়ী এই পথ হল 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল, i) সম্যক্-দৃষ্টি, ii) সম্যক্-সংকল্প, iii) সম্যক্-বাক্, iv) সম্যক্-কর্মান্ত, v) সম্যক্-আজীব, vi) সম্যক্-ব্যায়াম, vii) সম্যক্-স্মৃতি এবং viii) সম্যক্-সমাধি। গৌতম বুদ্ধ মানুষ জীবনে কোন্ কোন্ কর্ম নৈতিক দিক থেকে ভালো এবং কোন্ কোন্ কর্ম-গর্হিত, তা অষ্টাঙ্গিক মার্গে নির্দেশ দিয়েছেন।

ধন্যবাদ